বাংলা ভাই দেশেই আছেন

রিপোর্ট : **সাজেদুর রহমান**

রাজশাহী অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন কার্যকর আছে কি না এ নিয়ে সংশয় আছে। চরমপন্থি দমনের নামে সেখানে রাজত্ব কায়েম করেছে জঙ্গি ও উগ্রবাদী সংগঠন জাগ্রত মুসলিম বাংলাদেশ। সংক্ষেপে জেএমবি। নেতা আবদুর রহমান, অপারেশন কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাই।

জঙ্গি সংগঠনের সন্ত্রাসীরা তলোয়ার, ছোরা, হকিস্টিক নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেয়, আতঙ্ক সৃষ্টি করে, যাকে খুশি যখন-তখন ধরে আনে, পেটায়, নির্যাতন করে, নির্যাতিতের চিৎকার মাইকে প্রচার করে, খুন করে গুম করে। সময় সুযোগ মতো দলবেঁধে ধর্ষণ করে। দিনে দিনে বেপরোয়া হয়ে ওঠা এই বাহিনীকে পুলিশ ধরছে না, বরং তাদের পাহারা দিচ্ছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত ছাড়া নিশ্চয়ই পুলিশ এ কাজটি করছে না। সে কারণেই পুলিশ প্রশাসনের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই সুযোগে মৌলবাদীরা রাজশাহী, বাগমারা, নওগাঁসহ ১৭টি জেলায় তাদের স্বর্গ ভূমিতে পরিণত করেছে।

জাগ্রত মুসলিম বাংলাদেশ পার্টি উত্তরাঞ্চলের চরমপন্থিদের দমনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরু করলে দীর্ঘদিনের চরমপন্থি কর্তৃক নিগৃহীত এই অঞ্চলের মানুষ শুরুতে তাদের এই কার্যক্রমকে সমর্থন করে। কিন্তু অল্পদিনেই মানুষ বুঝতে পারে জাগ্রত মুসলিম জনতা চরমপন্থির নামে নির্দোষ সাধারণ মানুষকেও নির্যাতন করছে, চাঁদা নিচ্ছে। তখন সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করা শুরু করে। এতে জঙ্গিদের তৎপরতা কিছুটা কমে আসে। নেতা বাংলাভাই অন্তরালে চলে যায়।

বাংলাভাই চুপচাপ, তবে...

অবস্থাদৃষ্টে বাংলাভাই অন্তরালে। তবে তার গেরিলা স্কোয়াডের কমান্ডার ও কর্মীরা প্রকাশ্যেই আছে। তৎপরতা চালাচ্ছে আগের মতোই। এই প্রতিবেদক গত ১৩ মে বাগমারাতে ভটভটিতে (স্থানীয় বাহন) করে জঙ্গিদের মহড়ারত দেখেছে। এছাড়া হাসানপুর, হামিরকুৎসা, খামারগ্রাম, পুঠিয়া, বাগমারা বাজারসহ বিভিন্ন মোড়গুলোতে সক্রিয় অবস্থায় বসে থাকতেও দেখেছে। বাংলা ভাইয়ের অপারেশন কমান্ডার মোস্তাক, অপারেশন সেকেন্ড ইন কমান্ড সাত্তার মাস্টার, গেরিলা স্কোয়াডের প্রধান উপদেষ্টা মামুনুর রশিদ, কমান্ডার মন্টু ডাক্তার ক্যাম্প ইনচার্জ আনোয়ার সবাই প্রকাশ্যে অবস্থান করছে। পুলিশ এ পর্যন্ত ২৮৫ জনকে জঙ্গিকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেও পরবর্তীতে প্রায় সবাই ছাড়া পায়। আর বাংলাভাই কখনো ধরা পড়েনি।

এছাড়াও এলাকার বিশেষ স্থানীয় কমান্ডাররা হলেন আবু বক্কর, মোঃ সাত্তার হাফেজ, আবদুল মোমিন, বেলাল, আবুল কালাম, লোকমান হোসেন, মফিজ মঈনুদ্দিন, সোবহান, মোঃ আলী, আবদুল জলিল-১, আব্দুল জলিল-২, আবদুর রশিদ, মতিউর রহমান, ফারুক আহমেদ, খালেকুজ্জামান, জুনাব আলী ও ফজলুর রহমানরাও এলাকায় ফিরে এসেছে। জঙ্গিদের এই ফিরে আসায় এলাকায় আবার নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যারা বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিদের ধরিয়ে দিতে সহযোগিতা করছে, তারা সবাই এখন এলাকা ছাড়া। এলাকা থেকে প্রাণ ভয়ে দূরে আছে কিংবা আত্মগোপন করে আছে এমন লোকের সংখ্যা ১২-১৪শ' হবে বলে স্থানীয়রা জানায়।

ক্যাডাররা জামিন পাচ্ছে যে কারণে

একটি বিস্ময়কর খবর হলো, জঙ্গিনেতা বাংলাভাইয়ের নামে দেশের কোনো থানায় মামলা হয়নি। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাভাইয়ের নামে একটি মাত্র জেনারেল ডায়রি বাগমারা থানায় হয়েছে গতবছর ৩০ মে। এই জিডিটি করে দৈনিক সংবাদের স্থানীয় সাংবাদিক এনএম জাহাঙ্গীর আলম আকাশ। কারণ বাংলাভাই ই-মেইলে তাকেসহ দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে।

মামলা ও রায়ের নথি অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে। এ বছরের ২২ জানুয়ারি বাগমারা শ্রীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা মকবুল হোসেন মৃধাকে হত্যার চেষ্টা, আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবকে হত্যা এবং পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ২৪ জানুয়ারি বাংলাভাইয়ের ৬৮ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বাগমারা থানায় ২৩ জানুয়ারি বিস্ফোরক আইনের ৩/৪ ধারায় মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে আদালত পুলিশের কাছে মামলার ব্যাপারে রিপোর্ট চাইলে পুলিশ তা দেয় না। পরপর আদালতের ৩টি তারিখ পার হলেও পুলিশ কোনো রিপোর্ট দেয়নি। শেষ পর্যন্ত আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭(৫) ধারায় গত মাসে ৪০ জনের এবং এ মাসে ২৬ জনের জামিন মঞ্জুর করেন। দু'জনের মুক্তি হয়নি। তাদের পিতার নামে বিভ্রাটজনিত কারণে মুক্তি হয়নি বলে মামলার নথিতে উল্লেখ আছে।

পুলিশি গাফিলতি শুধু রিপোর্ট দিতেই ছিল না, দুর্বল ছিল মামলার এজাহারটিও। এজাহারের কোথাও পুলিশ বাংলাভাই কিংবা জেএমবির সঙ্গে এদের সংশ্লিষ্টতার কথা

উল্লেখ করেনি। দুর্বল রিপোর্টের কারণেই আসামি পক্ষের আইনজীবী আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের কেউই এজাহারে উল্লেখিত আসামি নয়।

অপর পক্ষে সরকার পক্ষের পিপিও আসাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করেননি। আদালতে যুক্তি উপস্থাপনকালে তিনি শুধু বলেন, আসামিরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী। এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'আদালত থেকে মামলার রিপোর্ট তার কাছে কখনো চাওয়া হয়নি।' আর এজাহারের ত্রুটির ব্যাপারে বলেন, 'আদালতের দায় আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে।' বাগমারা থানার দারোগা এবিএম গোলাম কিবরিয়াও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'কোর্ট নিজের দোষ ঢাকার জন্য আমাদের দায়ী করছে।'

বাগমারা থানার ডিউটি অফিসার জামান বলেন, 'ছাড়া পেয়েছে কারণ এদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা যাচ্ছে না। স্থানীয়রা কেউ কোনো সাক্ষীতে আসে না।'

টপ কয়েকজন জঙ্গির অবস্থান

বাংলাভাইয়ের পরেই যার নাম বেশি শোনা যায় তার নাম মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে কিলার মোস্তাক। পদবি গেরিলা স্কোয়াডের কমান্ডার। পিতার নাম আবদুল জলিল। বাড়ি বাগমারার পলাশী গ্রামে। বয়স ৩৪। মোস্তাক গত ৩১ মে ২০০৫ জামিনে মুক্তি পেয়ে এলাকায় এসেছে। এসেই ঝিকড়া যুগিপাড়া, গোয়ালকান্দি এলাকায় মিটিং করে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেছে। মোস্তাকের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে সে জানায়, 'পুলিশ প্রশাসন সর্বহারা দমনে ব্যর্থ হয়েছে। সাধারণ মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে সফল হয়েছে আইন নিজে হাতে তুলে নিচ্ছেন কেনো'? মোস্তাক বলল, 'আমরা তো আল্লার আইন বাস্তবায়ন করছি। ছোয়াবের কাজ করছি'

বাংলাভাই বাহিনীর বর্বরতা

বাগমারা উপজেলাধীন দ্বীপপুর ইউনিয়নের হাসানপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক ফজলুর রহমান এখন পঙ্গু হয়ে ক্র্যাচ ভর করে চলেন। সংসারের খরচ যোগাতে তিন কন্যা সন্তানের জনক পঙ্গু ফজলু দ্বারে দ্বারে সাহায্যের জন্য ঘুরে বেড়ান। আর্থিক দৈন্যের কারণে নিজের চিকিৎসা করাতে পারছেন না। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে পচন ধরেছে। দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন তিনি। যারা তাকে আজকের অবস্থায় এনেছে সেসব দুর্বৃত্তের বিচার হয়নি। উল্টো মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে তারা। মামলা তুলে না নিলে পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

evsjv fvB ewnbxi wbhvZb wPÎ

জমি-জমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ জঙ্গি নেতা বাংলাভাইয়ের কাছে ফজলুল রহমানকে সর্বহারা নেতা বলে মিথ্যা অভিযোগ দেয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্র বাংলাভাই বাহিনীর সন্ত্রাস-নির্যাতনপটু ক্যাডাররা ফজলুকে ধরে নিয়ে যায় হামিরকুৎসা টর্চার কেন্দ্রে। গত বছরের ২০ এপ্রিলের ঘটনা। বেলা ১১টার দিকে ফজলু স্ত্রী জোছনা বানু, শাশুড়ি ও মেয়েকে নিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। এ সময় আফজাল, আকরাম, আমজাদ, নজরুল ইসলাম নজু, শরিফউদ্দিন, কামরান, আবদুল জলিল, সাইফুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান, মনজুসহ ২০-২৫ জঙ্গি ক্যাডার ফজলুকে ধরে নিয়ে যায় বাংলাভাইয়ের কাছে। এর আগে ১৯ এপ্রিল ক্যাডাররা ফজলুর রহমানের বাড়িতে আক্রমণ করে মালপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করে।

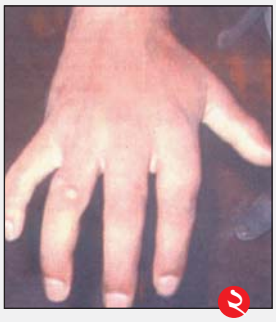

1. R½x nvgjvi wkKvi dRji ingvb 2. †invq cvqwb Zvi nvZ 3. cv‡qI AvNvZ Kiv n‡q‡Q

আওয়ামী লীগ সমর্থক ফজলুর রহমান বলেন, 'ঘটনার রাত ৯টার দিকে বাংলাভাই ২ লাখ টাকার মুক্তিপণ দাবি করে। বাংলাভাই বলে, বাঁচতে চাইলে টাকা দিবি। আমি বলি, আমার টাকা দেয়ার সামর্থ্য নেই। অপরাধী হলে বিচার করেন।' এক পর্যায়ে হকিস্টিক দিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করা হয়। আমি পড়ে যাই মাটিতে। এরপর আমার হাত-পা বেঁধে উপরে লটকানো হয়। বাংলাভাই ছাড়াও অন্য আরো ১০-১২ ক্যাডার আমাকে হকিস্টিক, লোহার রড, বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে। এতে হাত-পা ভেঙে যায়।

এ ঘটনায় আমার স্ত্রী বাদি হয়ে ২৩ এপ্রিল জঙ্গিদের নামে বাগমারা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ শরিফ ও নজরুলের নামে চার্জশিট দাখিল করে অন্যদের বাদ দিয়ে। এ চার্জশিটের বিরুদ্ধে রাজশাহীর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নারাজি দাখিল করা হয়েছে। ফজলু অভিযোগ করে বলেন, আসামিরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। অন্যথায় পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলবে।

বলেই লাইনটা কেটে গেল কিংবা সেট বন্ধ করে দিলো। পরে তাকে আর পাওয়া যায়নি।

এদিকে গেরিলা স্কোয়াডের প্রধান উপদেষ্টা মামুনুর রশিদ লালমনিরহাট তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় অবস্থান করছে বলে জানা যায়। লালমনিরহাটের গাইবান্ধা, রংপুরে এই বিরান চর অঞ্চলই জঙ্গি গ্রুপের শক্ত ঘাঁটি। আফগানিস্তান ফেরত মামুনুর রশিদের বয়স ৪০। বাড়ি বাগমারার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের মামুদপুর বিল সংলগ্ন। মামুনুর রশিদের বাড়িতে গেলে তার পরিবারের কেউ এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়নি। প্রতিবেশী এক যুবক জানালো, চাচা (মামুনুর) বাড়িতে খুব একটা থাকে না। তবে এখন তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় আছে।

সফল অপারেশন কমান্ডার সাত্তার মাস্টার। তার পদবি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। বয়স ৩৬। বাংলাভাইয়ের বাহিনীর মধ্যে দুর্ধর্ষ এই ক্যাডার বাগমারার ইয়াসিন আলী, ওসমান ওরফে বাবুসহ বেশ কয়েকটি হত্যার অভিযোগে সঙ্গে জড়িত। বাগমারা, আত্রাই, রানীনগর, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, নলডাঙ্গায় জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে।

লোক দেখানো পুলিশি তৎপরতার মাঝে জেএমবি নেতা আনোয়ার ভালোই আছে। বাগমারা হামিরকুদসা ইউনিয়নের রামারামা গ্রামের একটি বাড়ি জঙ্গিক্যাম্প হিসেবে পরিচিত। এই ক্যাম্পের ইনচার্জ আনোয়ারকে জনসাধারণ ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছিল। সে সময় তার কাছে আফগানিস্তানের আল ফারুক ক্যাম্পের জঙ্গি প্রশিক্ষণের ট্রেনিং ফুটেজসহ লাদেনের আমন্ত্রণপত্র ও জেএমবি ক্যাম্পের রেজিস্টার খাতাসহ হকিস্টিক উদ্ধার করেছিল। তার পর আনোয়ার জামিনে মুক্তি পেয়েছে। শোনা যায় আনোয়ার ও বাংলাভাই এক সঙ্গে আফগানিস্তান থেকে দেশে ফিরেছিল। সেই আনোয়ার বাগমারায় ফিরে এসেছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কামরুল হাসান সুজন জানান, ১৫-২০ দিন আগে চরমপন্থিরা এলাকায় তৎপরতা শুরু করেছিল। পুলিশ তাই তড়িঘড়ি করে আনোয়ারসহ ১৬ জনকে জামিনে মুক্তি দিয়ে এলাকায় এনেছে। এদিকে আনোয়ার এলাকায় এসেই হুমকি দিয়ে বলেছে, 'আমাকে যারা পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে তারা সর্বহারাদের দলের সহযোগী। তাদেরকেও শায়েস্তা করা হবে।'

খাজা মইনউদ্দিন। বয়সে তরুণ এই জঙ্গির বাড়ি ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকার বড়মাড়িয়া গ্রামে। বাবার নাম ইছাহাক আলী। দুর্ধর্ষ এই ক্যাডারের নামে হত্যা, গুম ও চাঁদাবাজির অভিযোগ আছে। মইনউদ্দিন প্রকাশ্যেই সবুজ ব্যান্ড (জেএমবির প্রতীক) মাথায় বেঁধে দলবলসহ মহড়া দিচ্ছে।

প্রথম শ্রেণীর ক্যাডারদের মধ্যে একমাত্র জয়নাল সরকার জেল-হাজতে। জামা'আতুল মুজাহিদীন এই ক্যাডারের বিরুদ্ধে ১৪ জানুয়ারি রাতে শাহজাহানপুর থানার লক্ষ্মীকোলা গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনায় ২টি চার্জশিট ও ১৬ জানুয়ারি রাতে গাবতলী উপজেলার চকসদু গ্রামে তার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির বিস্ফোরক উদ্ধার মামলায় অপর একটি চার্জশিট দাখিল হয়েছে। এছাড়াও জয়নালের বিরুদ্ধে গাবতলী উপজেলার ব্র্যাক কার্যালয়ে ডাকাতির মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। ৩নং দ্বিপুর ইউনিয়ন পরিষদে ১৩ মে দুপুর ১২টার সময় পৌছালে জঙ্গি নজরুল (হাসানপুর) আমজাদ আলী (হামিরকুদসা), কামরান (হাটখোলা আত্রায়) সাইফুল ইসলাম (মাদার বাড়ি, বাগমারা শরিফুদ্দিন খোকন (হাসানপুর), কামরানসহ ১২-১৪ জন এই প্রতিবেদকের পথ রোড করে।

তারা জানতে চায় আমার পরিচয় এবং কেনো এসেছি। জঙ্গি নজরুল বলে, 'দাড়িটুপি পরা লোকজন দেখলে যাদের কলিজা পুড়ে যায়, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি। সাংবাদিকরাও তাদের পক্ষে।' আর একজন জঙ্গি বলল, 'বাংলাভাইয়েরে খুঁজতে আইছেন তো জান, পাইবেন না।'

বাংলাভাই এখন কোথায়

বছরাধিককাল ধরে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' (জেএমজেবি) নামের দল নিয়ে জঙ্গি তৎপরতার জন্য কুখ্যাতি অর্জনকারী 'বাংলাভাই' প্রকাশ্য নেই। তাদের অর্জনকারী 'বাংলাভাই' প্রকাশ্যে নেই। তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের চিহ্ন পড়ে আছে এই দুই উপজেলার পরতে পরতে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বগুড়া ও নওগাঁর একাধিক ব্যক্তি জানান, ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাংলাভাই বগুড়ায় অজ্ঞাতস্থানে তার অনুসারিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। তিনি বৃহত্তর বগুড়া জেলায় আছেন। তবে নিয়মিতভাবে তিনি অবস্থান পরিবর্তন করেন। তারা জানান, বাংলাভাই কোথায় আছে তা প্রশাসন জানে বলে তাদের বিশ্বাস। যেহেতু বাংলাভাইকে এ অঞ্চলের প্রভাবশালী মন্ত্রীরা মাঠে নামিয়েছেন, তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক চাপে লোক দেখানো জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হয়েছিল। তা না হলে বাংলাভাইয়ের সহযোগীরা সবাই নিজ নিজ এলাকায় কিভাবে আছেন?

গত এপ্রিলে জেএমজেবি'র বৈঠকে দলের আমির আব্দুর রহমান শায়েখ ও বাংলাভাই উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ৪২ জন (পরে ২৬ জন) জামিন দেয়ায় প্রমাণিত হয়েছে তাদের প্রতি প্রশাসনের মনোভাব ইতিবাচক। তবে নওগাঁ ও বগুড়ার পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ তৎপর আছে। সোর্স লাগানো রয়েছে। যেখানেই পাওয়া যাবে গ্রেপ্তার করা হবে। বাংলাভাই তার জেলাতে নেই, থাকলে গ্রেপ্তার হতো। সর্বশেষ তথ্য মতে বাংলাভাই জামালপুর অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে একাধিক সূত্র জানায়।

ev t_‡K `B R½x Rqbvj miKvi I g¯wdRi ingvb

বাংলাভাই বলে, বাঁচতে চাইলে টাকা দিবি। আমি বলি, আমার টাকা দেয়ার সামর্থ্য নেই। অপরাধী হলে বিচার করেন।' এক পর্যায়ে হকিস্টিক দিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করা হয়। আমি পড়ে যাই মাটিতে। এরপর আমার হাত-পা বেঁধে উপরে লটকানো হয়। বাংলাভাই ছাড়াও অন্য আরো ১০-১২ ক্যাডার আমাকে হকিস্টিক, লোহার রড, বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে। এতে হাত-পা ভেঙে যায়